দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

162

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

# শিক্ষাঙ্গন

## শিক্ষা সম্প্রসারণে বিনামূল্যের পুস্তক

সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণের পদক্ষেপ সর্বজন নন্দিত এবং প্রশংসিত। আমরা এ পদক্ষেপকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু কতিপয় স্বার্থান্বেষী শিক্ষক এবং সরকারী কর্মকর্তা সরকারের এহেন পদক্ষেপকে কলুষিত করে তুলছে। এতে নিরীহ দরিদ্র জনসাধারণ প্রতারিত হচ্ছে। এইতো সেদিন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে আমাদের আশ্চার্যন্বিত এবং হতাশ করেছে। সংবাদটি ছিল '৮৭ সালের ৪টি মাস গত হয়ে গেলেও বিনামূল্যের পুস্তক না পেয়ে শেষ পর্যন্ত স্কুল ছাড়লেন চৌগাছা উপজেলার ১২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। জানি না, এ সকল ছাত্র-ছাত্রী বিকাশমান জীবনে কভু শিক্ষার আলো জ্বলবে কি-না। জানি না, ঘরমুখো এ সকল ছেলেমেয়ে আবার স্কুল মুখো হবে কি-না। কিন্তু সরকার কি চৌগাছা উপজেলার জন্য বিনামূল্যের বই বরাদ্দ করেননি। তাহলে সে বই গেল কোথায়?

এ ব্যাপারে আমি পাঠক সমাজকে আরেকটি সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করতে চাই। সে সংবাদটির শিরোনাম ছিল—"বিনামূল্যের পুস্তক খোলাবাজারে—"। বিনামূল্যে বিতরণের বই খোলাবাজারে বিক্রি হয় কেমন করে। একদিকে বিনামূল্যের বই বাজারে বিক্রি হয় অন্যদিকে যারা বই পাওয়ার কথা তাদের হাতে বই পৌঁছায় না।

আরও একটা বিষয়ে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে চাই—ইউনিসেফ থেকে প্রাপ্ত উন্নতমানের কাগজে ছাপা বইগুলো নিশ্চয়ই এক বছর পড়ার পর পরবর্তী বছর ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায় না। ইচ্ছা করলে পরবর্তী বছরগুলোতেও একই বই দ্বারা পুনরায় ছাত্রদের পাঠ দান করা যেতে পারে। ন্যূনতম পক্ষে একসেট পুস্তক দুই বছর ব্যবহার করা যায়। তবে ১ম এবং ২য় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুটা অবুঝ বিধায় তারা হয়ত বই নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের এ দোষটা না থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া পুস্তকগুলোর উপযুক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ কিছুটা মনোযোগী হলে ছাত্ররা হয়ত এত তাড়াতাড়ি বই নষ্ট করবে না। এবং পরবর্তী বছর এই বই সংগ্রহ করে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হবে।

এ বছর আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকগণ তাগিদ দিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে পুরাতন বই আদায় করে স্কুলে জমা নিয়েছেন। এমনও দেখা গেছে, পুরাতন বই জমা না দেয়ার অপরাধে কোন কোন ছাত্রকে উপরের শ্রেণীর নতুন বই পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়নি। কিন্তু কোন জনহিতকর উদ্দেশ্যে এ পুস্তক সংগ্রহ করা হয়নি। সংগ্রহ করা হয়েছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী শিক্ষকের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। দেখা গেছে, সংগ্রহকৃত পুরাতন বইগুলো এই সকল শিক্ষকরা মণ ধরে বাজারে বিক্রি করেছেন। দামও কম নয় প্রতি মণ দু'শ' পঞ্চাশ টাকা। আর এ বিক্রয়লব্ধ টাকা ঢুকেছে ঐ সকল শিক্ষকের পকেটে। তারা কি একবার ভেবে দেখেছেন এমন একসেট বইয়ের জন্য চৌগাছা উপজেলার ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করতে পারছে না।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন, এ দরিদ্র দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ব্যবহার উপযোগী পুরাতন বইগুলো সংগ্রহ করে সেগুলো পুনরায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হোক। কারণ এ ধরনের অপচয়ের তো কোন অর্থ থাকতে পারে না। কর্তৃপক্ষ কি ভুলে গেছেন আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা? আপনারা একবার ভেবে দেখেছেন কি হয়ত ইউনিসেফের এ অনুদানও একদিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেদিন কি করে এ দরিদ্র ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিবেন বিনামূল্যের বই। আমাদের এ জাতি যেহেতু বিনামূল্যের আস্বাদ একবার পেয়েছে সুতরাং ভবিষ্যতে কোনদিন এর ব্যতিক্রম হলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের লেখাপড়ার উৎসাহে ভাটা পড়বে। সুতরাং অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সীমাবদ্ধ অনুদানে যাতে দীর্ঘদিন দেশ ও জাতির সেবা করা যায় সে লক্ষ্যে বিনামূল্যে বিতরণকৃত পুস্তকগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার এবং যথাযথ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই সাথে যে সকল স্বার্থান্বেষী অসাধু কর্মকর্তা বিনামূল্যের পুস্তক বাজারে পাঠায় তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। সর্বোপরি চৌগাছা উপজেলার মত যেখানে আজও বই পৌঁছেনি অনতিবিলম্বে সে সকল স্থানে বই সরবরাহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

—মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার